ডিসিসিআইয়ের সেমিনারে বক্তারা

বাণিজ্য সহজীকরণে শিল্পায়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক | ২০১৫-১২-০২ ইং



বাণিজ্য সহজীকরণের ক্ষেত্রে কর আহরণের চেয়ে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের বিষয়গুলোয় অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘বাণিজ্য সহজীকরণ: টেকসই উন্নয়নের জন্য সমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গতকাল এ কথা বলেন তিনি। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্যে ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ বলেন, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্য অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, ব্যবসা পরিচালনায় স্তর কমানো, মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয় ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ কমবে। এছাড়া বার্ষিক রফতানি আয় বাড়বে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জিডিপিতে এফডিআইয়ের অবদান আরো ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৮ শতাংশ।

ড. মসিউর রহমান বলেন, ‘বাণিজ্য সহজীকরণের ক্ষেত্রে কর আহরণের চেয়ে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। সরকারের নির্ধারিত রপকল্পের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে সরকারের কর্মকর্তাদের আরো সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।’ বাণিজ্য ব্যবধান কমানোর জন্য রফতানি বাড়ানোর ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। রফতানি পণ্যের বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি সরকারের ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটিকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান জানান, চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে এখন সময় লাগছে গড়ে ৮ ঘণ্টা। এমডিজিতে উল্লিখিত শর্তগুলো বাংলাদেশ সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। এসডিজিতে উল্লিখিত শর্তগুলো বাস্তবায়নে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব আরো বাড়ানো আবশ্যক বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) অভ্যন্তরীণ সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের নির্ধারিত ২০২১ ও ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের বদ্ধপরিকর। তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের মহাপরিচালক অমিতাভ চক্রবর্তী, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এবং বিকেএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম উপস্থিত ছিলেন।

সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা, স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেশের স্থলবন্দরগুলোর সেবার মান আরো বৃদ্ধির জন্য কার্যকর  ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।